ট্রাকিওস্টমি

বেশ কয়েক বৎসর আগের ঘটনা। ডাঃ সাকীব সবে ইন্টারনি শেষ করে উপজেলা হেলথ কম্পলেক্সে মেডিকেল অফিসার পদে যোগদান করেছে। ইমারজেন্সিতে ডিউটি পরেছে। হটাত বাবার কোলে এক ৪/৫ বৎসর বয়সের রুগী এল। খালি গায়। খুব জোড়ে জোড়ে শ্বাস নিতে চেষ্টা করছে কিন্তু নিতে পারছে না। নিল হয়ে যাচ্ছে। ডাঃ সাকীব দেখতে পেল রুগীর গলায় একটি আস্ত কৈ মাছ আটকে আছে। শুধু লেজ দেখা যাচ্ছে। সুম্পুর্ন শ্বাস নালী বন্ধ। একমাত্র চিকিৎসা ইমারজেন্সি ট্রাকিওস্টমি অর্থাৎ গলার সামনের দিকে ফুটু করে শ্বাস নেয়ার ব্যাবস্থা করা। সাকীব ইন্টারনীর সময় এটা শিখেছে। সে ট্রাকিওস্টমি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বস এসে জিজ্ঞেস করলেন

- কি করবেন?

- ট্রাকিওস্টমি

- রুগী বেচে যাওয়ার চাঞ্চ কত পারসেন্ট?

- ৯৫%

- মারা গেলে পাবলিকের সব কিল আপনার এবং আমার পিঠে পরবে। আমি কিছু করতে পারব না। তাড়াতাড়ি রুগী সদর হাদপাতালে রেফারড করেন।

ডাঃ সাকীব বসের দিকে ফেল ফেল করে তাকিতে রইল।

- কি দেখছেন তাড়াতাড়ি করেন। এখানে মারা গেলে হাস্পাতাল ভাংচুর হবে। আপনিও রক্ষা পাবেন না। আপনার অভিজ্ঞতা কম। মাইর কাকে বলে তা আপনি দেখেন নি।

কথা না বলে ডাঃ সাকীব রুগীকে সদর হাসপাতালে রেফারড করে দিল।

পরে জানতে পেরেছে রুগী হাফ কিলোমিটার যাবার পর রাস্তায়ই মারা গিয়েছি।

এত বছর পরও সেই রুগীর কথা সাকিবের মনে পরে। ছেলেটির জন্য চাপা কান্না বুকের মাঝে জমে থাকে। বৃস্টির দিনে তার কথা মনে পরে। বিরবির করে বলে "আমি তো ছেলেটিকে বাচাতে পারতাম! "

======

ফেইসবুক গল্প

ডাঃ সাদেকুল ইসলাম তালুকদার

২৯/৫/২০১৭